Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, সোমবার, ২০ ভাদ্র, ১৪২২

শাসকের বোমা, গুলি, হামলা সত্ত্বেও ধর্মঘট সর্বাত্মক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : শাসকের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে ঘরে বসেই নীরব প্রতিবাদ করে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হলেন বর্ধমান জেলার মানুষ। যারা সক্রিয়ভাবে পথে নামতে

পারেননি তারা ঘরে বসেই সমর্থন জানালেন এই হরতালকে। রাজ্য সরকারের চার বছরের অপশাসন এবং কেন্দ্রের দেড় বছরের শাসনে অতিষ্ঠ মানুষ। ক্ষোভের পাহাড় জমছিল ধিকিধিকি করে। এই ধর্মঘট প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়েছে মানুষের মনে। তাই ২ সেপ্টেম্বর জেলাতেও ধর্মঘট ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু রক্তাক্ত। শাসকদল ধর্মঘটিদের উপর হামলা করতে পিছুপা হয়নি। যদিও হরতালের ব্যাপক সারা পাওয়া গেছে জেলার সর্বত্রই। কৃষি অঞ্চল থেকে শুরু করে শিল্পাঞ্চল নিস্তব্ধ জনজীবন। যানবাহন তেমন চলাচল করেনি। অফিস, কল-কারখানা বলপূর্বক খোলা থাকলেও হাজিরা ছিল অনেক কম।

চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর, সালানপুর, আসানসোল, জামুড়িয়া, রানিগঞ্জের কলিয়ারি সহ অন্যান্য কলকারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা সামিল হয়েছিলেন ধর্মঘটে। রূপনারায়ণপুরে আগের দিনই ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিলে হামলা চালায় তৃণমূলিবাহিনী। কিন্তু প্রতিহত করতে পারেনি, ধর্মঘটে মানুষের অংশগ্রহণকে। দুর্গাপুর, কাঁকসার শিল্পতালুকে ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক। কিছু কলকারখানা খোলা থাকলেও হাজিরা ছিল নগণ্য।

বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্র বি সি রোড, বড়বাজার, কোট চত্বর ছিল শুনশান। কোনো যানবাহন চলেনি এদিন। বিমা, পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ, বি.এস.এন.এল সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরগুলিতে কাজ হয়নি। ছিল কার্যত স্তব্ধ। অফিস, কাছারি, স্কুল-কলেজ খোলা থাকলেও ছাত্র আসেনি। কর্মচারী ছিল হাতে গোনা।

১১টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘটে শিল্পাঞ্চল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। শাসক তৃণমূল রাস্তাতে নামলেও মানুষ ঘরে বসেই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে কেন্দ্র ও

রাজ্য সরকারকে সমঝে দিতে চেয়েছে। আসানসোলে তৃণমূল ধর্মঘট ব্যর্থ করতে দফায় দফায় আক্রমণ নামিয়ে আনে। বামপন্থী কর্মীরা পাল্টা প্রতিরোধে

—এরপর চারের পাতায়

যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে মিছিল দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ১ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন কমিটির ডাকে ইস্পাতনগরী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী ও শান্তির পক্ষে মহা মিছিলে উত্তাল হয়ে উঠলো। প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শয়ে শয়ে মানুষ এদিনের মিছিলে অংশ নেন। ইস্পাতনগরীর এ-জোনের আশীষ মার্কেট থেকে সাদা বেলুন উড়িয়ে মহা মিছিলের সূচনা করেন প্রাক্তন সাংসদ সেখ সাইদুল হক। উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ দেবরায়, নির্মল ভট্টাচার্য, সুবীর সেনগুপ্ত, কাজল চ্যাটার্জী, অরুণ চৌধুরী, মলয় ভট্টাচার্য, আমীর হায়দার সহ বিভিন্ন গণ-আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন সাংস্কৃতিক শিশু বিজ্ঞান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মিছিল অশোক এভিন্যু-চৈতন্য এভিন্যু ভাবা রোড এডিসনের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম ইস্পাতনগরীর বি-জোনের নিউটন পূজো ময়দানে শেষ হয়। শপথবাক্য পাঠ করান সাইদুল হক। সভাপতিত্ব করেন অরুণ চৌধুরী।

ধর্মঘটিদের উপর হামলার প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ সেপ্টেম্বর : ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপি ধর্মঘটিদের উপর তৃণমূলি ও পুলিশের বর্বররোচিত হামলার প্রতিবাদে জেলা জুড়ে পালিত হল প্রতিবাদ দিবস। এদিন জেলার সর্বত্রই মিছিল, মিটিং সেপ্টেম্বর কার্জনগেটে। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ মিছিল করে এই সভায় অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা আইনুল হক, তাপস সরকার, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন শ্রমিক, কর্মচারী সহ সর্বস্তরের মানুষ।

বর্ধমান শহরে শাসকদলের হামলার প্রতিবাদে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয় ৪ মেমারি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন এদিন বিকেলে ৫টায় মেমারি জোনাল দপ্তরের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। গোটা মেমারি বাজার পরিক্রমা করে চকদিঘি মোড়ে এসে মিছিল শেষ হয়। অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) জেলা কমিটির সদস্য সনৎ ব্যানার্জী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এম.এল.এ, প্রাক্তন এম.পি সহ সাধারণ মানুষের উপরে দলদাস পুলিশের হামলার তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, শুধু পুলিশি নয়, তৃণমূল আশ্রিত গুণ্ডাবাহিনী ধর্মঘটিদের উপর বোমা, গুলি নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে, লাঠি

—এরপর চারের পাতায়

কমিউনিস্ট নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সুবোধ চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে স্মরণ তাঁর গ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী : স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা সুবোধ চৌধুরীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল তাঁর জন্মস্থান অগ্রদ্বীপ গ্রামে।

সি পি আই(এম) কাটোয়া ২নং উত্তর লোকাল কমিটির উদ্যোগে অগ্রদ্বীপ গ্রামের গোপীনাথ তলায় সুবোধ চৌধুরীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে তাঁর শততম জন্মদিবস পালন করলেন অগ্রদ্বীপ গ্রামের মানুষ। মাল্যদান করেন সি পি আই(এম) নেতা সুব্রত চৌধুরী, কাটোয়া উত্তর লোকাল কমিটির কৃষকসভার সম্পাদক সোমদেব মণ্ডল, স্থানীয় নেতা আজিজুল রহমান, মহাদেব ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ।

সুবোধ চৌধুরী স্মৃতিচারণ করে সুব্রত চৌধুরী বলেন, সম্পর্কে সুবোধ চৌধুরী ছিলেন তাঁর কাকা, খুব ছোট বেলা থেকে দেখেছেন তাঁকে। অনেক কথা মনে পড়ে। জীবনের নানান ঘটনার কথা শোনালেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবী এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের লড়াইয়ে মাস্টারদা সূর্য সেনের সহযোগী এবং কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে তাঁর পরিচিতি উল্লেখ করেন। প্রতিদিন আক্রমণ বাড়ছে, আক্রমণকে প্রতিহত করে শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে।

সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করেছেন আজিজুল রহমান, স্মৃতিচারণ করে তাঁর জীবনের নানান দিক ও ঘটনার কথা শোনান।

দু-বছর পর চেনা মিছিল হাটগোবিন্দপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ সেপ্টেম্বর : গত দু বছর দমবন্ধ অবস্থায় রয়েছে হাটগোবিন্দপুর গ্রামের মানুষ। শাসকদলের শাসানিতে মানুষ অতিষ্ঠ। তৃণমূলের অমিতাভ পাঁজা খুন হওয়ার দায় বামপন্থীদের ঘারে চাপিয়ে সন্ত্রাস সমানে চলছে।

তারই প্রতিবাদে গণতন্ত্র ফেরাতে এবং ১০০ দিনের কাজের দাবিতে হাটগোবিন্দপুরে মিছিল করলো সি পি আই(এম)। ১০ হাজার মানুষের দৃপ্ত মিছিলকে স্বাগত জানালো এলাকার মানুষ। আটাগর থেকে যখন মিছিল শুরু হয় তখন দলে দলে মানুষ মিছিলে অংশ নেয়। এ মিছিল কোনো শক্তি বা ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য না হলেও চার কিলোমিটার হেঁটে গ্রামের মানুষের ভরসা যুগিয়েছে এই মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সি পি আই(এম) নেতা অমল হালদার, গণেশ চৌধুরী, আইনুল হক, প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক, বিধায়ক অপর্ণা সাহা, মেহবুব আলম, দেবু রায় প্রমুখ। মিছিলে হেঁটেছেন এলাকার ঘরছাড়া, অত্যাচারিত

মানুষ। হাটগোবিন্দপুরের শাসক তৃণমূলিদের সন্ত্রাসের কথা বলতে গিয়ে অমল হালদার বলেন, লোকসভা ভোটের আগে প্ররোচনা তৈরি করে গরিব পাড়ায়। শ্লীলতাহানি করে মহিলাদের। পাড়ার মানুষ তার প্রতিরোধ করে। পরে পুলিশের সাহায্য নিয়ে নারকীয় আক্রমণ করে তৃণমূলিরা। সি পি আই(এম) সদর-৩ লোকাল কমিটির অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৫০ জনেরও বেশি বামপন্থী কর্মীর বাড়িতে আগুন, লুট, ভাঙচুর। ৫০০ বিঘা ধান লুট করে তৃণমূলিরা। ৭০০ কর্মী ঘরছাড়া হন। মিথ্যা মামলায় জেল খাটে ২৪ জন।

নতুন চিঠি

৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

পশ্চিমবঙ্গের 'রিয়েলিটি'

সরকারি অর্থ ব্যয় করে উৎসব, অনুষ্ঠান, সংবর্ধনা, সম্মেলনের নানা মোচ্ছব তো চলছেই পশ্চিমবঙ্গে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় টিভিতে রিয়েলিটি শো। পশ্চিমবঙ্গ যে কৃষি-শিল্প পরিষেবা সহ সমস্ত দিকেই লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে, তারই রূপকথা তুলে ধরা হবে টিভির পর্দায়। এই রূপকথার নায়িকা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌরভ গাঙ্গুলীর মতো সর্বজন প্রিয় ক্রীড়াবিদও মিডিয়া-সঞ্চালকও শেষ পর্যন্ত নিজেকে সস্তা রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখতে পারলেন না।

কিন্তু আসলে পশ্চিবঙ্গের রিয়েলিটিটা কী? তা যে দিনকে দিন ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতর হয়ে উঠছে তা মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। সারা সমাজ জীবন—বিশেষত শিক্ষাঙ্গন ও নারীর সম্মান আজ ভুলুণ্ঠিত। আনন্দ-উৎসবে সরকার যে অঢেল টাকা ছড়াচ্ছে, তাতে সরকারের আদৌ কোনো আর্থিক অভাব আছে বলে মনে হয়না। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের জমা ঋণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অনবরত মুখ খুললেও, ৪ বছরে তিনি সেই ঋণকে কোথায় তুলে নিয়ে গেছেন? পূর্ববর্তী সরকারের ঋণভার পরবর্তী সরকারের উপর বর্তায়, বামফ্রন্ট সরকারেরও বর্তেছিল। কিন্তু তৃণমূল শাসনের সময় যে সরকারি ব্যয় বা অপব্যয়ের স্রোত বইছে তাতে পরবর্তী সরকারকে একেবারেই ভেসে যেতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে যে হারে খাদ্যপণ্য থেকে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহই দুঃসহ হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে বিদ্যুতের দাম কীভাবে হু-হু করে বেড়ে চলেছে সে তথ্যও সবাইকে শিহরিত করে তুলেছে। অথচ বর্তমান সরকার নির্বিকার।

বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই সংগঠিত প্রতিবাদের প্রয়োজন দিনের পর দিন বাড়ছে। নইলে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রিয়েলিটি যে কোন অতলে গিয়ে ঠেকবে তার কোনো ঠিক নেই।

দিদিভাই আর মোদি ভাই এর কোনো পার্থক্য নেই—মহম্মদ সেলিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ৬ সেপ্টেম্বর : আজ আসানসোল স্টেশন রোড মোড়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের এক বিরাট সমাবেশে হাজার-হাজার যুবক-যুবতী সমবেত হন। কার্যত এলাকা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই(এম) পলিট ব্যুরোর সদস্য তথা সাংসদ মহম্মদ সেলিম। ছাত্র-যুব সমাবেশে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সেলিম বলেন হিটলার চেষ্টা করেছিলেন লাল ঝাণ্ডাকে শেষ করতে, পারেননি। হিটলার যা করতে পারেননি তা মমতা বন্দ্যোপাদ্যায় পারবেন কী করে। মহম্মদ সেলিম বলেন, আগে মূল্যবৃদ্ধির কথা শুনে রাস্তায় নামতেন। মিছিল মিটিং করতেন। এখন তাঁকে আর ঐসব কাজে দেখা যায় না। তিনি বলেন, দিদিভাই আর মোদিভাই-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দিদিভাই সরকারি বৈঠকে যোগ দিতে গেলেন না অথচ সারদা কাণ্ডে সাধের ভাই মদন মিত্র জড়াতেই মোদিভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি ছুটলেন। রাজ্যে বন্ধ কারখানা খোলার চেষ্টা নেই। পরিবর্তে কারখানার জমি প্রমোটারদের দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পুলিশের চালচলন দেখে মনে হচ্ছে ওরা তৃণমূলে নাম লেখাতে চাইছেন। মনে রাখুন রাজ্যে মস্তান রাজ চালু হলে পুলিশও বাঁচবে না। সেলিম বলেন, যুবদের চাকরি নেই। কাজের পথ না দেখিয়ে তাদের বিপথে চালিত করার চেষ্টা হচ্ছে। মুখে মোদির বিরোধিতার ভান করলেও তলে তলে মোদির ভজন করছেন।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জাহানারা খান, আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তাপস রায়, রাজ্য যুব নেতা আভাষ রায়চৌধুরী, পার্থ মুখার্জী প্রমুখ।

.এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব শান্তি দিবস কবে পালিত হয়? কেন? কবে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে?
২. আজাদ-হিন্দ-ফৌজ কোথায় কবে গঠিত হয়? কার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল?
৩. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে ধ্বংস হয়েছিল? আবার কবে থেকে পথ চলা শুরু হয়?
৪. কবে ভারত জাতীয় সরকার গঠিত হয়? কার নেতৃত্বে? তখন কত জনের মন্ত্রিসভা হয়েছিল?
৫. স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
৬. কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ রকের উদ্বোধন কবে হয়? কে করেন?
৭. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডাকাতি কোথায় কবে হয়েছিল? ভারতীয় মূল্যে কত টাকা?
৮. রোঁমা রোঁল্যার নেতৃত্বে বিশ্ব শান্তি সম্মেলন কবে হয়েছিল?
৯. সান ম্যারিনো দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? জাতীয় প্রতীক কী?
১০. স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শ্রমিক নেতা ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের ভ্রাতা) কবে জন্মান? কবে মৃত্যু?
১১. কার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হয়? তিনি কবে জন্মান? কবে মৃত্যু?
১২. ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস কবে কোথায় কতগুলি দেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

সত্যি খবর!

শিবানন্দ পাল

রাজপথে স্লোগান 'নিকম্মি সরকার কো, এক ধাক্কা আউর দো!' আর বাংলা সংবাদপত্রে ষোড়শ উপাচারের আয়োজন! সম্পর্কের জটিলতা, অতৃপ্তি, লোভ, রিরংসা, ভাড়াটে খুনীদের পারদর্শিতা, বলিউডি চিত্রনাট্যের সব মশলা হাজির প্রতিদিনের পাতায়। সংবাদ মাধ্যম কোথায় নেমেছে! খরচ হচ্ছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, চ্যানেলে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা।

পাবলিক খাচ্ছে, তাই উৎপাদিত হচ্ছে। উত্তেজনা, বীভৎস মজা, উৎকৃষ্ট বিনোদন! অপরাধীরা উপরতলার লোক। মানুষকে ঠকিয়ে অজস্র টাকা তোলে, সরকারের কোতোয়াল এমনভাবে তদন্ত চালায় যাতে ওরা সরকারের কথায় নাচে। এতবড় ধর্মঘট হয়ে গেল কোন হেলদোল নেই! এদের হাতেই খবরের কাগজ, মিডিয়া চ্যানেল। বলে কিনা বেরসিক ধর্মঘটটা সময় পেল না! বলে কিনা শ্রমিক সংগঠনের ধর্মঘট ডাকা অন্যায়, গাড়ির চাকা থামিয়ে দেশের উন্নতি হয়!

সংবাদপত্রের মালিক, সেও তো মালিকই। আগে হাতে কলম ছিল, এখন চ্যানেল। নেমে পড়েছে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বদলা নিতে। দেশের উন্নতি নির্দিষ্ট করে দেবে! হাতে আর্থিক পরিষেবা কোম্পানি, চ্যানেলে সোপ অপেরা চালায়, সিনেমা তৈরি করে, এক একটা সাইড বিজনেসে শত শত কোটি টাকার মুনাফা! মেগা সিরিয়ালের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ, সব স্পনসর্ড। জানে কী করলে কী হয়! উদারীকরণের বাজারে ওরাই দেশের নীতি নির্ধারক। ওদের চোখটাই আসল চোখ। আসলে ওরা জানে কী করলে মানুষের ধারণা তৈরি করা যায়! মানুষ ভুল বুঝবে, ওদের লাভ হবে! দেশ গোল্লায় যাক্!

বলে কিনা শ্রম সংস্কারই হলো আসল কথা! যতক্ষণ না শ্রম আইন সংস্কার হচ্ছে, ছাঁটাইয়ের অধিকার মালিকের হাতে যাচ্ছে, ততক্ষণ দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের চাকা গড়াবে না। সুতরাং চাকা গড়াবার জন্য ধর্মঘটকে সফল হতে দেওয়া যায় না। নৈব নৈব চ! অফিসে যান সেলফি তুলুন পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে!

বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যম পুরোটাই কর্পোরেট হাউসগুলোর দখলে। কত কেলেঙ্কারিই তো ঘটল। মার্কিণ অর্থলগ্নি বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা আসছে, ওদের শেয়ার দুধের সরের মতো ফুলে ওঠে। 'আম আদমি' যারা শেয়ারে টাকা রাখে, হড়কা বানে নাকানি চোবানি খায়! একবার দুবারে শিক্ষা হয়না, বার বার জলে নামতে যায়।

কাগজগুলো কত গল্পই না লেখে! রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল টাকা ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়া মিডিয়া ব্যারন, এদেশে পুলিশ পিছনে ঘুরছে, তিনি বিদেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এদেশে ক্রিকেট খেলিয়েছেন, বিদেশে চোর পুলিশ খেলছেন। সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কে সংবাদমাধ্যমের পেশার জগতে ছড়ি ঘোরাচ্ছে মাফিয়া। মেধা-দাসত্বের ক্লীবরা পেট মোটা বেতনে মাথা নিচু করে কাজ করে ওদের হাউসে। ওদের ঝকঝকে, সপ্রতিভ মুখগুলো দেখে আমাদের লেখাপড়া জানা বেকার ছেলেগুলো হিংসায় জ্বলে যায়। সংরক্ষণের কথা বলে, গদি ছাড়াবার ভয় দেখায়। সংবাদমাধ্যমের অন্দরমহল শিক্ষিত সুস্থ রুচিশীল মানুষের জায়গা নয়, অপরাধ পিচ্ছিল আন্ডারওয়ার্ল্ড।

এসব বোকাবাক্সের সামনে বসে বোঝা যায় না। কর্পোরেট মালিকের স্বার্থ এখন সংবাদমাধ্যমের স্বার্থ। স্বাধীন সংবাদমাধ্যম পুঁজির কাছে নতজানু, সম্পাদক এখন মালিকের পিএ। বিজ্ঞাপনি লাভ-লোকসান সম্পাদকীয় নীতি নির্ধারণের প্রধানতম দিক্ নির্দেশক। এই সংবাদমাধ্যম ধর্মঘটিদের পক্ষে কথা বলবে! বলবে, আমরা খবর তৈরি করি না! আমরা মেহনতি জনতার পক্ষে!

এদেশের শহরে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত ২৫ কোটি শ্রমিক পরযায়ী। কোন নির্দিষ্ট মজুরি নেই, বাসস্থান নেই, সামাজিক সুরক্ষা কিচ্ছু নেই। দেশের শ্রম আইন এদের কথা ভাবে না। এদের ভাগ্য নির্ধারিত হয় অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক, ঠিকা ইত্যাদি শব্দবন্ধনীর মধ্যে। এদের কোন ন্যূনতম মজুরি নেই! কাজের কোন নিশ্চয়তা নেই, শ্রম সময়ের কোন বালাই নেই। তবু ওরা কাজ করে, পেটের জন্য। সংখ্যায় প্রায় ৪৩ কোটি। দেশের জনসংখ্যার কত শতাংশ ভাবুন তো একবার!

বিপুল কর্মহীনতার সুযোগ নিয়ে নতুন নতুন পরিষেবা ক্ষেত্রে মানবশক্তির ব্যবহার হচ্ছে নামমাত্র বেতনে। নির্মাণ থেকে পরিবহন- শ্রমিকদের বাঁচানোর জন্য কোন সরকার নেই, না কেন্দ্র না রাজ্য। এই ভারতের মহামিলনতীর্থে পাশে দাঁড়াবে কোন সংবাদমাধ্যম, মিডিয়া চ্যানেল? না। কেউ নেই। তবু এই ভারত নিজেদের কোমরের জোরে স্তব্ধ করে দিয়েছে গোটা দেশ! চাক্কা জাম্! কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলির ডাকে সারা দেশে পালিত হয়েছে সাধারণ ধর্মঘট। শাসকের হুমকি, সন্ত্রাস সত্ত্বেও ধর্মঘট হয়েছে সর্বাত্মক। বিজেপি সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ধ্বনিত হয়েছে জোরালো প্রতিবাদ। উত্তর ভারতের রাস্তায় কোন যানবাহন ছিল না, শিল্পেও বন্ধ হয়েছে; দক্ষিণ ভারতে কেরালা অচল, কর্ণাটকে দারুণ সাড়া; স্তব্ধ মুম্বাই বন্দর, পরিবহনহীন গোয়া; ওড়িশা থেকে ত্রিপুরা বিপর্যস্ত জনজীবন।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট রুখতে মরিয়া ছিল শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিংয়ের টঙে বসে পরিচালনা করেছেন সবকিছু। কর্মীদের বেতন কাটা, ১ দিন চাকরি কমে যাওয়া, এমনকি চাকরিতে ছেদ পড়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তবু টলানো যায়নি। শাসকের দুষ্কৃতীবাহিনী নজিরবিহীন আক্রমণ নামিয়েছে। রাজ্যজুড়ে লাঠি ইট পাটকেলের বন্যা, পুলিশও ইট ছুঁড়েছে আন্দোলনকারীদের উপর। আহত সিপিআই(এম) সাংসদ, বিধায়ক, নেতা কর্মী; আক্রান্ত সিপিআই(এম) অফিস। তৃণমূলের এই সব কর্মকাণ্ডে পুলিশ যথারীতি নীরব দর্শক। আর বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যম দেখেছে বিরোধী নেতা সেদিন কী জুতো পরেছে! বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যমের বড় অংশ এই বন্ধের বিরুদ্ধে কোমর কষে লেগেছিল। বিভ্রান্ত করতে পারেনি। ধর্মঘট সফল, দেশ রক্তাক্ত। রক্তাক্ত ভারত লাল পতাকা বুকে নিয়ে বলেছে, 'আজ আমি, সত্যি খবর হয়েছি!'

তথ্য কথা বলে

হারায়ে খুঁজি

- ভারতে প্রতি আট মিনিটে হারিয়ে যাচ্ছে একটি শিশু।
- ভারতে প্রতি মিনিটে পাঁচ বছরের কম বয়সি তিনটিরও বেশি শিশুর মৃত্যু হচ্ছে।
- শিশু মৃত্যুকে বিশ্বের শীর্ষে ভারত।

শিশুপুত্রের চেয়ে শিশুকন্যার মৃত্যুর হার বেশি। ভারতে পাঁচ বছরের কম বয়সি ছেলেদের মৃত্যুর হার যেখানে ৫৮.৮, সেখানে মেয়েদের ৬৪.১।

- শিশু পাচার—মার্কিন বিদেশ দপ্তরের 'মানব পাচার—২০১৫' রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভারতের ৯০ শতাংশ শিশু পাচার হয় দেশের মধ্যেই। বাকি দশ শতাংশ বিদেশে পাচার হয়।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে এশিয়ার মধ্যে মানব পাচারে অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ভারত।
- শিশুশ্রম : ইউনিসেফের দেওয়া শিশুশ্রম সংক্রান্ত হিসাব মতাবেক ভারতে বর্তমানে ১৪ বছরের নিচে প্রায় ২ কোটি শিশু কাজ করে।

মোদি-মমতা কী বলেন?

—বর্তমান ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, পৃ - ১১।

সত্য সেলুকাশ কি বিচিত্র এ দেশ

যেখানে মা এখনও শিশু কন্যাকে ছেড়ে যায় অচেনা পথে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : স্বাধীনতার ৫৯ বছরেও এদেশের অভাব এখনও পিছু ছাড়েনি। তারই নজির হিসাবে এক অভাবী মা নিজের শিশু সন্তানকে বাড়ি থেকে ট্রেনে অটোয় চাপিয়ে এক প্রত্যন্ত গ্রামে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলো। ঘটনাটি ঘটেছে ২০ আগস্ট কালনা থানার বাঘনাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জঙ্গলপাড়া গ্রামে। অভিষেক সাউ নামের এক স্থানীয় বাসিন্দা ছ'বছরের শিশুকন্যাটিকে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। শিশুটির বর্তমান আশ্রয় হয়েছে কলানা থানা। পুলিশকাকুদের দেওয়া খাবার খেয়ে শিশুটির সময় কাটছে। কালনা থানার ওসি আকাশকুসুম মুণ্ডি জানান, বর্ধমান চাইল্ড হেল্প লাইনকে খবর দেওয়া হয়েছে। ওরা বাচ্চাটি বর্ধমানে হোমে রেখে ওর বাবা-মায়ের সন্ধান চালাবে। এদিন থানায় বসে শিশুটি জানায় তার নাম শিবানী। বাবার নাম কালীচরণ দাস, মায়ের নাম কল্পনা দাস। সে বাণী বিদ্যামন্দিরে ক্লাস ওয়ানে পড়তো। এর থেকে আর বেশি পরিচয় জানাতে পারেনি। সে আরও জানায় তার মা তাকে নিয়ে ট্রেনে করে ধাত্রীগ্রাম স্টেশনে নামে। তারপর অটো চেপে অনেক দূর গিয়ে মাঠে নামে। সেখানে তাকে বলে তুই গ্রামের দিকে চলে যা। এই বলে তার মা দৌড়ে পালিয়ে যায়। শিবানী আরও বলছে তার আর একটা ছোট বোন আছে। মা খুবই মারতো, ভালো খেতে দিতো না। সে আর মায়ের কাছে ফিরতে চায় না।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

বেড়াতে যান, সঙ্গে কিছু ওষুধ রাখুন

ডা. গৌতম সাহা

বর্ষা বিদায় নিলেই শরৎ। মেঘ-মুক্ত আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। সকালে প্রচুর আলো। আগাম ঘোষণা পুজো আসছে। চারদিকে ছুটির আমেজ। পুজোর কেনা-কাটা ও বেড়াতে যাবার প্রোগ্রাম।

বেড়াতে যাবেন, এতো খুব ভাল কথা। অনেক কাজ করেছেন। এবার একটু রিলাক্স করুন। পৃথিবীটা ঘুরে দেখুন। সবটা না হলেও একটু-একটু। কাছে, দূরে, বহুদূরে যেখানেই যান না কেন সঙ্গে কিন্তু কিছু এমারজেন্সি ওষুধ রাখবেন। পথে-ঘাটে কখন কোন শারীরিক সমস্যায় পড়েন বলা তো যায় না! সঙ্গে ওষুধ-পত্র থাকলে নিশ্চিন্ত বোধ করবেন।

পথ্য তো থাকবেই। পথে থাকবেন—পথ্য থাকবে না তা কি হয়! শুকনো খাবার হলো ভাল পথ্য। বেশ কয়েক দিন ভালো থাকে। খেয়ে শরীর খারাপ হয় না।

বিদেশ-বিভুঁয়ে যতটা সম্ভব হালকা খাবার খাওয়া উচিৎ। স্থানভেদে খাদ্যগুণ অন্যরকম হয়। অনভ্যস্ত শরীর হঠাৎ করে সব খাবার হজম করতে পারে না। তাই যতটা পারবেন মশলাদার বা রিচ খাবার-দাবার এড়িয়ে চলবেন। জানবেন, খেতে যাচ্ছেন না, বেড়াতে যাচ্ছেন। ছুটি ও সময় কাটাতে। নিসর্গ প্রকৃতিকে উপভোগ করতে। অধিক ভোগে ভুগতে হতে পারে। বেড়াতে যাবেন—একা বা দোকা বা সঙ্গী-সাথী— যার যেমন সঙ্গতি ও রুচি। সঙ্গে মনের মতো কয়েকজন থাকলে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া যায়। একটি উক্তি আছে— 'যা ভাগ করে নিলে বাড়ে তার নাম সুখ ও আনন্দ।'

'একা বোকা'। তবে অনেকেই একাই বেরিয়ে পড়েন। সত্যি কথা বলতে পথে একা আর একা থাকেন না। সহযাত্রী বলে তো একটা কথা আছে! আমরা আসলে একা কোথাও যাই না। বাস-ট্রেন ভর্তি কতো মানুষ আমার সঙ্গে যাচ্ছে। দু'পা গেলেই আলাপ, পরিচয়, বন্ধুত্ব।

তবে সাবধান! স্বল্প পরিচিতের সঙ্গে দুম করে বেশি আদিখ্যেতায় জড়িয়ে পড়বেন না যেন। সহযাত্রীর দেওয়া খাবার খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এমন ঘটনা বিরল নয়। অতএব যার তার সঙ্গে যা-তা খেয়ে বসবেন না।

তাহলে বেড়াতে যাচ্ছেন। খাদ্য, পানীয়, ওষুধ, পোষাক ইত্যাদি বিষয়ে একটু গুছিয়ে লিস্ট করে নিন। সম্ভব হলে আলাদ-আলাদা প্যাকেট করুন। বিশেষ ক'রে এমারজেন্সি বা জরুরি কিছু 'মেডিসিন'।

একটা তালিকা বানিয়ে দিচ্ছি। যত্ন করে রাখবেন। আবার কপি করে সকলকে বিলোতে যাবেন না। এটা কিন্তু একান্ত আপনার জন্যই করা।

তাহলে তালিকাটা দেখে নিন।

১। প্যারাসিটামল ট্যাবলেট (Parasafe 500)— ১০টা

২। ডম্‌পেরিডোন ট্যাবলেট (Domper 10) — ১০টা

৩। র‍্যানিটিডিন ট্যাবলেট (Rantac 150)— ১০ টা

৪। ডিকলিক ট্যাবলেট (Decolic)— ১০টা

৫। লিভোসেট্রিজেন ট্যাবলেট (Laveta)— ১০টা

৬। ও.আর.এস (Electral)— ৪টা ১ লিটারের প্যাকেট

৭। ক্যানডিডারমা ক্রিম— ১টা টিউব

৮। অ্যাভোমিন ট্যাব— ১০টা

৯। Sterile Cotton— ১টা প্যাকেট

১০। Gauge ছোট দুটি

১১। Betadeine lotion— ১শিশি

কোনো ওষুধ কখন কীভাবে কীজন্য খাবেন বা ব্যবহার করবেন বলে দিই। তবে এই নির্দেশ কেবলমাত্র একান্ত জরুরি অবস্থার জন্য। যতক্ষণ না আপনি কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা চিকিৎসকের কাছে পৌঁছতে পারছেন। যেখানেই পৌঁছান না কেন আপনি কিন্তু আপনার অ্যাটেন্ডিং ডক্টরকে ওষুধের কথাটি বলবেন। আপনার গৃহচিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। তাঁকেও জানাবেন আপনি কোন্ ওষুধটি কেমন করে ব্যবহার করেছেন।

১। Tab Parasafe 500 : জ্বর, মাথা-ব্যাথা, গা-হাত-পা কোমরে যন্ত্রণা হলে। সারা দিনরাত ২৪ ঘন্টা মিলিয়ে ৩ বার পর্যন্ত ওষুধটি খেতে পারবেন। তবে অবশ্যই ভর-পেটে বা কিছু খাবার খেয়ে নেবার পর। খুব ভাল হয় এর সঙ্গে দুটো কি তিনটে Gelusil mps ট্যাবলেট চিবিয়ে খেলে।

২। Tab Domper 10 : বমি বা বমি-বমি ভাব হলে। সারা দিনে ৩ বার পর্যন্ত খেতে পারেন। এবং অবশ্যই খাবার ১/২ ঘন্টা আগে।

৩। Tab Decolic : পেটে ব্যথা। দিনে ৩ বার পর্যন্ত।

একটা কথা বলে রাখি। এখানে খাবার আগে পরে উল্লেখ করা থাকলেও কখনও কোনো নির্দেশপত্র বা প্রেসক্রিপশনে ওষুধটি কখন খাবেন বলে দেওয়া না থাকলে জানবেন ওটি খাবার পরে খেয়ে নিতে বলা হচ্ছে। খাবার আগে খেতে হলে অবশ্যই সেরূপ নির্দেশ দেওয়া থাকে। কোনো নির্দেশ দেওয়া নেই মানে হলো আপনি নিশ্চিন্তে খাবার পর খেয়ে নিন। কারণ, বেশিরভাগ ওষুধই আমরা ভর-পেটে খেয়ে থাকি। ব্যতিক্রম কয়েকটি ক্ষেত্রে এবং তা বলে দেওয়া হয়ও।

৪। Tab Rantac 150 : গ্যাস, অম্বল, পেট-বুক জ্বালা, সকালে ১টি ও রাতে ১টি খাবার ১/২ ঘন্টা আগে। সঙ্গে অ্যান্টাসিড হলে ভাল হয়।

৫। Tab Laveta : সর্দি, হাঁচি, অ্যালার্জি, আমবাত ইত্যাদি। সাধারণত রাতে খাবার পর ১ টি খেতে বলা হয়। একটু ঘুম-ঘুম ভাব হতে পারে। ঘাবড়াবেন না। এটি এই ড্রাগের সাইড-এফেক্ট।

৬। ORS (Electral) : পাতলা পায়খানা বা ডায়েরিয়া, বমি, অতিরিক্ত ঘাম। ১টি ছোট প্যাকেট ২০০ এম.এল পরিশ্রুত জলে অথবা ১টি বড় প্যাকেট ১ লিটার পরশ্রুত জলে গুলে প্রয়োজন মত খান।

প্রয়োজন মত মানে : শরীর থেকে যে পরিমাণ তরল পদার্থ বেরিয়ে যাবে সেই পরিমাণ লিকুইড ORS দিয়ে পূরণ করতে হবে।

যেমন, পাতলা পায়খানা হলে ২০০ এম.এল বা প্রায় ১ গ্লাস জলে ORS তক্ষুনি খেয়ে নেবেন।

বমি হলে : প্রতি দশ মিনিট পরপর ২-৩ চামচ করে ORS খেয়ে যাবেন। খেয়াল রাখবেন, যেন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রস্রাব হয়। কারণ, ইউরিনের পরিমাণ ও গতি/হার দেখে ঠিক করা হয় ডিহাইড্রেশন হচ্ছে কি-না। হলেও মোটামুটি কী ধরনের? হালকা, মাঝারি না মারাত্মক (mild, moderate, severe)।

৭। Candiderma cream : পাহাড়ে, জঙ্গলে বেড়াতে গেলে অনেক সময় পোকা-মাকড় লেগে চামড়ায় ঘা হয়ে যায়। সেসব ক্ষেত্রে এই মলমটি দু'বার করে লাগাবেন।

৮। Avomine Tab : অনেকের গাড়িতে চড়লে মোশন সিকনেস হয়। অর্থাৎ গাড়িতে বিশেষ করে ট্রেন ছাড়া অন্য যানবাহনে চড়লে মাথা ঘোরে এবং বমি হয়। তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ : যাত্রা শুরু করার ১/২ ঘন্টা থেকে ৪৫ মিনিট আগে ওষুধটি খেয়ে নিন। খালি পেট বা হালকা খাবার খেয়ে যানে চড়লে ভাল হয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে একটু ঘুম-ঘুম ভাব হতে পারে। মেনে নিন।

৯। জীবাণুমুক্ত তুলো, গজ ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি—কোথাও বেড়াতে গেলে হাতে রাখা উচিৎ। কেটে গেলে জরুরি ভিত্তিতে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য গজ-ব্যান্ডেজ (প্রেসার ব্যাণ্ডেজ) খুবই কার্যকরী ব্যবস্থা। সঙ্গে রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট, বিটাডিন অ্যান্টিসেপ্‌টিক লোশন থাকলে খুবই ভালো। সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না বললেই চলে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাপত্র একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিশুদের অসুস্থতা হলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ বা নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন এবং ওঁদের পরামর্শমত ওষুধ ব্যবহার করবেন।

আর একটা কথা এই ওষুধপত্রের সঙ্গে আপনি যদি নিয়মিত কোনো ওষুধ খেয়ে থাকেন সেগুলো নিতে বা খেতে ভুলে যাবেন না। মনে করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং নিয়ম করে খাবেন। বেড়াবেন, আনন্দে থাকবেন, সুস্থ দেহে ফিরে এসে সকলকে বেড়ানোর গল্প শোনাবেন।

আপনার যাত্রা শুভ হোক।

শীতল মরুর গাছগাছালি

ডঃ অসিত বরণ দে

পৃথিবীতে যেমন আছে হরিৎক্ষেত্র, তেমনি আছে মরুভূমি। সাধারণত মরুভূমি হয়ে থাকে রুক্ষ এবং উত্তপ্ত কিন্তু অনেক মরুভূমি আবার উত্তপ্ত নয়, বরং শীতল—কারণ বছরের অধিকাংশ সময়টাই থাকে বরফে ঢাকা। এ হল আর এক ধরনের মরুভূমি, যাকে বলে শীতল মরুভূমি। শীতল মরুভূমি দেখা যায় মরুপ্রদেশে অর্থাৎ উত্তরমেরু এবং দক্ষিণমেরু অঞ্চলে। এছাড়া গ্রীণল্যাণ্ড, উত্তর এবং দক্ষিণ চীন, সাইবেরিয়া, ইরান, আটাকমা, আলাস্কা, প্যাটাগোনিয়া এবং ভারতে রয়েছে শীতল মরুভূমি। ভারতেও শীতল মরুভূমি দেখা যায় লাদাখ, লাহুল এবং স্পিটিতে। শীতল মরুভূমির বৈশিষ্ট্য হল দীর্ঘকালীন শীত এবং স্বল্পকালীন গ্রীষ্ম। এইসব অঞ্চলে শীতকালে প্রচুর তুষারপাত হয় বলে চারিদিক থাকে বরফে ঢাকা এবং বৃষ্টিপাত হয় খুবই কম, ০-৪৬ সেন্টিমিটার। গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১৫-২৬ সেন্টিমিটার যা প্রধানত এপ্রিল এবং মে মাসে ঘটে। শীতকালে কোন কোন শীতল মরুভূমির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে—৩০° সেন্টিগ্রেড, আবার কোথাও গ্রীষ্মে তাপমাত্রা দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ৪০° সেন্টিগ্রেড। মাটির ঠিক নিচের অংশে সবসময় বরফ জমে থাকে যাকে বলে Permafrost, শীতল মরুভূমির বেশ কিছু অঞ্চলে বয়ে যায় তীব্র ঝোড়ো হাওয়া। বেশিরভাগ গাছই এখানে জন্মায় গ্রীষ্মে যখন তাপমাত্রা বেশ কিছুটা বেড়ে যায় আর বরফ যায় গলে। শীতল মরুভূমির মাটিতে থাকে লবনের প্রাচুর্য। এখানে গাছগুলোকে তাই সহ্য করতে হয় প্রচণ্ড শীতলতা, মাটিতে জলের ভীষণ অপ্রতুলতা এবং লবনের আধিক্য। এখানের গাছগুলো সাধারণত দলবদ্ধভাবে জন্মায় না, জন্মায় দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে। যে গাছগুলো এখানে জন্মায় তা প্রধানত ১ ফুট থেকে ৬-৭ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে কিছু বৃক্ষজাতীয় গাছও এখানে দেখা যায়। তার মধ্যে রয়েছে উইলো, ফার স্প্রুস এবং পাইনের কিছু প্রজাতি। শ্বেত স্প্রুস জন্মায় আলাস্কার শীতল মরুভূমিতে। টাইগাতে দেখা যায় বেঁটে বেঁটে পাইনগাছ যার ব্যাস ১০০

বছর ধরে বেড়ে দাঁড়ায় বড় জোর ১ ফুট।

মেরুপ্রদেশের তুন্দ্রা অঞ্চল প্রধানত ঢাকা থাকে লাইকেনে। লাইকেন হল শ্যাওলা আর ছত্রাকের এক মিলিত অবস্থা। ক্ল্যাডিলা, ক্ল্যাডোনিয়া এবং সেট্রারিয়া নামের লাইকেনগুলো জন্মায় এই অঞ্চলে। এগুলোকে বলে Reindeer মস্ (Moss) যেহেতু এগুলো এখানের Reindeer অর্থাৎ বল্গা হরিণের খাদ্য। লাইকেনগুলো এখানে ২৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দীর্ঘকাল ধরে দিব্যি বেঁচে থাকে, অন্য কোনো গাছের পক্ষে যেখানে বেঁচে থাকাই অসম্ভব।

শীতল মরুভূমিতে বরফের উপরে ক্ল্যামাইডোমোনাস লিভালিস নামের এক শ্যাওলা জন্মায় দক্ষিণমেরু অঞ্চলে। এই শ্যাওলার শরীরে হিমাটোক্রোম নামের একটা রঞ্জককণা থাকে যার প্রভাবে এর রঙ হয়ে ওঠে লাল আর সেই সঙ্গে ঐ বরফও, যেখানে এর বাস। এছাড়াও এখানে ৩০০ প্রজাতির শ্যাওলা জন্মায় যার মধ্যে রয়েছে পিনুল্যারিয়া, প্যারাসিওলা, জ্যাস্টোনিমার মতো শ্যাওলারা।

এখানে নানারকমের ছত্রাক জন্মায়—অ্যান্টর্কটোমাইসিস, মার্টিয়েরেলা, কিটোমিয়ামের বিভিন্ন প্রজাতি; জন্মায় গ্রিমিয়া, ক্যাম্পাইলোপাস, সিন্ট্রিচিয়ার মতো মসেরা, আর জন্মায় নানান ব্যাকটেরিয়া—যার মধ্যে আছে ব্যাসিলাস থার্মো অ্যান্টার্কটিকাস, ব্রেভিব্যাকটেরিয়াম অ্যান্টার্কটিকাম ইত্যাদি।

এছাড়াও জন্মায় নানা গাছ যাদের রয়েছে বাহারী ফুল। এগুলোর উচ্চতা ১৫-১২২ সেন্টিমিটার। এদের ফুল ফোটে মে থেকে জুন মাসে। এরা প্রধানত পর্ণমোচী গাছ আর এদের পাতা পরিণত হয় কাঁটায়।

এমনই একটি গাছের নাম রাবার র‍্যাবিটব্রাশ', উচ্চতা ১-৪ ফুট। এর কাণ্ড আর পাতা ঢাকা থাকে ঘন রোমের পুরু আস্তরণে, ফুল ফোটে জুন মাসে, ফুলগুলো হলুদাভ, ব্যাস ১ থেকে ২ ইঞ্চি। একে দেখা যায় আমেরিকায় কলোর‍্যাডোর শীতল মরুভূমিতে।

আর একটি গাছ হল স্যাক্সিফ্র্যাগা। এর অনেক শাখা-প্রশাখা জন্মায়, পাতাগুলো মোটা আর পাতার সামনেটা তিনভাগে বিভক্ত। এদের দেখা যায় আলাস্কার শীতল মরুভূমিতে।

উত্তর-পশ্চিম চীনের জুঙ্গার মরুভূমি হল শীতল মরুভূমি। জানুয়ারি মাসে এখানের তাপমাত্রা থাকে সর্বনিম্ন—৩০° সেন্টিগ্রেড এবং জুলাই মাসে সর্বোচ্চ, ৪০° সেন্টিগ্রেড। মার্চ মাসে এখানে বরফ গলতে শুরু করে। তখন এই মরুভূমিতে ডিপ্টিকোকার্পাস স্ট্রিক্টাস নামের একটি গাছ জন্মায় যা সর্ষের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর গাছ। এর ফুল ফোটে মে মাসে আর বীজ উৎপন্ন হয় জুন মাসে। এরপরই গাছটি যায় মরে। কাজেই এই গাছটি হল স্বল্পায়ুর গাছ, এর আয়ু ৪ মাস, মার্চ থেকে জুন।

শীতল মরুভমি, যা বছরের অধিকাংশ সময়ই ঢাকা থাকে শুভ্র তুষারে, ভাবতে অবাক লাগে সেই হিমশীতল বিচিত্র পরিবেশেও সৃষ্টি হয়েছে কত না বিচিত্র সব গাছপালা, অভিযোজিত হয়েছে তারা কতভাবে, আর পরিবেশের এই তীব্র প্রতিকূলতাকে জয় করে বেঁচে রয়েছে বংশপরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে।

প্রবীণ সি পি আই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

সি পি আই(এম) বর্ধমান সদরের প্রবীণ সদস্য ক্ষুদিরাম মালিক(৭৮) ৬ সেপ্টেম্বর রাতে কলকাতার এক বে-সরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন। বর্ধমান সদর থানার কোঁড়ার গ্রামে বাড়ি। ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি আমৃত্যু সি পি আই(এম)-এর সদস্য ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র ও চার কন্যা বর্তমান। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সি পি আই(এম) নেতা দেবু রায়, মহবুব আলম প্রমুখ।

ডা. অনিতা চৌধুরী প্রয়াত

বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. অনিতা চৌধুরী(৬৫) ৬ সেপ্টেম্বর ভোরে. হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। এদিন মধ্যরাতে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট নিয়ে বর্ধমানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। এম.ডি পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারিনী ডা. অনিতা চৌধুরী চর্মরোগে পশ্চিমবাংলার মধ্যে প্রথম মহিলা এম.ডি। ১৯৮৪ সাল থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার রত ছিলেন। ২০১২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর আমলেই বর্ধমান মেডিকেল কলেজে প্রথম চর্মরোগে স্নাতকোত্তর শিক্ষা চালু হয়। অত্যন্ত মিষ্টভাষি, স্বল্পবাক, প্রচারের বৃত্তের বাইরে থাকা মানুষ তিনি। শহিদ শিব শঙ্কর সেবা সমিতি, আই.এম.এ সহ নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর গবেষণাপত্র উচ্চ-প্রশংসিত ও কাভার স্টোরিও হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন ডা. স্বরূপ দত্ত, শঙ্করী ঘোষ, নিরুপম সেন, মদন ঘোষ, অশোক ব্যানার্জী, কল্যাণ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, অরুণ মজুমদার, ডা. অরবিন্দ কোঙার সহ অগণিত মানুষ। অনেকে শেষ যাত্রায় উপস্থিতও ছিলেন। তিনি রেখে গেছেন স্বামী ডা. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পুত্র ডা. কিংশুক, পুত্রবধূ ডা. রুচিরাকে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি ছবি চক্রবর্তী, বয়স ৪৭ বছর, স্বামী - নিখিল কুমার চক্রবর্তী, 'হুইসপারিং উইনডো' ১১৬ খালুইবিলমাঠ প্রথম গলি, পোঃ - বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান-৭১৩১০১। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সিক্সথ কোর্ট, কলকাতার নিকট ১২ মে, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, কিছু কিছু কাগজে আমার ডাক নাম ঝুমা চক্রবর্তী উল্লিখিত আছে। আমার পাশপোর্ট, ভোটারকার্ড, স্কুল কলেজের কাগজপত্র সব জায়গায় ছবি চক্রবতী নথিভুক্ত আছে। ছবি চক্রবর্তী, স্বামী - নিখিল কুমার চক্রবর্তী এবং ঝুমা চক্রবর্তী, স্বামী - নিখিল কুমার চক্রবর্তী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি বাসুদেব বাগদী, পিতা - নেপাল বাগদী, গ্রাম - বেরুগ্রাম, পোঃ - চণ্ডীপুর বেরুগ্রাম, থানা - খণ্ডঘোষ, জেলা - বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ২২ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম বাসুদেব বাগদী, যা আমার রেশনকার্ডে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু ভোটার কার্ডে ভুলবশত বাসুদেব বাগদী রায়, পিতা - নেপাল বাগদী নথিভুক্ত হয়েছে। বাসুদেব বাগদী, পিতা - নেপাল বাগদী, এবং বাসুদেব বাগদী রায়, পিতা - নেপাল বাগদী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি রূপা মল্লিক (ডোম), স্বামী - রণজিৎ মল্লিক (ডোম), টিকরহাট কলোনী, গোদা, বর্ধমান - ৭১৩১০২। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম রূপা মল্লিক(ডোম) কিন্তু ভোটার পরিচয়পত্রে আমার নাম ভুলবশত রুকমণি ডোম নথিভুক্ত হয়েছে। রূপা মল্লিক(ডোম), স্বামী - রণজিৎ মল্লিক (ডোম) ও রুকমণি ডোম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ঝর্ণা বাগদী, স্বামী - নেপাল বাগদী, গ্রাম - বেরুগ্রাম, পোঃ - চণ্ডীপুর, বেরুগ্রাম, থানা - খণ্ডঘোষ, জেলা - বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ২২ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম ঝর্ণা বাগদী যা আমার রেশনকার্ডে নথিভুক্ত আছে। ভোটারকার্ডে ভুলবশত ঝর্ণা রায়, স্বামী - নেপাল রায় নথিভুক্ত হয়েছে। ঝর্ণা বাগদী, স্বামী - নেপাল বাগদী এবং ঝর্ণা রায়, স্বামী - নেপাল রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি নেপাল বাগদী, পিতা - করুণা বাগদী, গ্রাম - বেরুগ্রাম, পোঃ - চণ্ডীপুর, বেরুগ্রাম, থানা -খণ্ডঘোষ, জেলা - বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ২২ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম নেপাল বাগদী, যা রেশনকার্ডে নথিভুক্ত আছে। ভোটার কার্ডে ভুলবশত নেপাল রায়, পিতা - করুণা রায় নথিভুক্ত হয়েছে। নেপাল বাগদী, পিতা -করুণা বাগদী এবং নেপাল রায়, পিতা - করুণা রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি স্বদেশ কুমার তা, পিতা - সচ্চিদানন্দ তা, রঘুনাথপল্লী, পোঃ - নতুনগঞ্জ, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম অনন্যা তা (Ananya Tah) যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত (Anayana Tah) নথিভুক্ত হয়েছে। Ananya Tah এবং Anayana Tah এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ সেপ্টেম্বর, বর্ধমান : শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য যখন বেশি বেশি করে চেপে বসছে, ঠিক তখনই সামাজিক দায়বদ্ধতা তুলে ধরতে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন এ বি টি এ শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। এ বি টি এ হলে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ডা. বি এন কুমার। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক। স্বাগত ভাষণ দেন এ বি টি এ জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত গুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক নেতা দেবেন লাহিড়ী, অধিক্রম সান্যাল, শান্তিময় চ্যাটার্জী, রাজ্য সহ-সভাপতি কবিতা চ্যাটার্জী। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী।

শিবিরে মোট ৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে সবার নজর কাড়েন পানাগড় থেকে আসা জন্মান্ধ প্রতিবন্ধী শিক্ষক সঞ্জয় কুমার গোস্বামী।

যুবদের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ সেপ্টেম্বর : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, কালনা-১ উত্তর লোকাল কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত যুব নেতা সুজয় সিংহ রায় স্মরণে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন ঘোষ। শিবিরের ৫ মহিলা সহ ৬৫ জন রক্তদান করেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন পূর্বস্থলী ২নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে পূর্বস্থলী বাজারে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা প্রদীপ সাহা। শিবিরে ৪৫ জন যুবকর্মী স্বেচ্ছায় রক্ত দেন। এদিন নানান সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। বসে আঁকো, স্লো সাইকেল রেস,কুইজ, যেমন খুশি সাজো, আদিবাসী নৃত্য ও লোকগীতি। বিকেলে সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

শহিদ স্মরণে রক্তদান

খাদ্য আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনের শহিদ স্মরণে এক রক্তদান শিবির আয়োজন করে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, পূর্বস্থলী-১ পূর্ব লোকাল কমিটি। সমুদ্রগড়ের দক্ষিণবাটি গ্রামে শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জননেত্রী অঞ্জু কর। শিবিরে ১৪ জন মহিলা সহ ৫২ জন রক্তদান করেন। এছাড়াও নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বইপত্র তুলে দেন সংগঠনের রাজ্য নেতা উদয় রায়। নিমতলা বাজারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় জীবন বিমা নিগমের ৫৯ তম বর্ষপূর্তিতে সপ্তাহ ব্যাপী কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ সেপ্টেম্বর : ১৯৫৬ সালে ভারতীয় জীবন বিমা নিগমের পথচলা শুরু হয়। ৫৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দিনটি পালন করা হয়। এদিন এল.আই.সি গোপাল নগর, ঘোরদৌড় চটির বর্ধমান ডিভিশনাল কার্যালয়ে সপ্তাহ ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সিনিয়ার ডিভিশনাল ম্যানেজার কৌশিক ঘোষাল বলেন, ১ সেপ্টেম্বর এল.আই.সি-র প্রতিষ্ঠা দিবস। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হবে। স্কুলগুলিতে ক্যান প্রদান করা হবে। সংস্থার কর্মী আধিকারিকদের এবং ইন্টারস্কুল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। শৈলেন্দ্রনাথ মূক বধির স্কুলে বসে আঁকো এবং রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ২০ জন দুস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন অনুদান এবং শিক্ষক দিবসে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। বিভিন্ন স্কুলের সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হবে। ৭ সেপ্টেম্বর ওপিনিয়ন মেকারস মিট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

—প্রথম পাতার পর

পেটা করেছে। লাঠি, গুলি, বোমা চালিয়ে গণ-আন্দোলন রোখা যাবে না। এদিনের মিছিলে নেতৃত্ব দেন প্রশান্ত কুমার, নিয়াজউদ্দিন প্রমুখ।

গুসকরা থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ধর্মঘটের দিন সি পি আই(এম) সহ বামপন্থী কর্মীদের উপর হামলা ও সি পি আই(এম) দপ্তর ভাঙার প্রতিবাদে তীব্র ধিক্কার জানালেন আউশগ্রাম এলাকার মানুষ। প্রায় সহস্রাধিক মানুষ এদিন আউশগ্রাম গঞ্জ বাজারে দৃপ্ত মিছিল সংগঠিত করেন। ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটের সমর্থনে সি পি আই(এম)-এর উদ্যোগে একটি প্রচার মিছিল যখন বাজার পরিক্রমা করছিল সেই সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বোমা-পিস্তল নিয়ে মিছিলের উপর হামলা করে। মুখঢাকা গুণ্ডাদের গুলিতে বুদ্ধিনাথ মুর্মু নামে এক যুবক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বোমার আঘাতে আরও কয়েকজন আহত হয়। আহতদের সকলকেই বননবগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বুদ্ধিনাথকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমানে একটি বেসরকারি নার্সিংহমে ভর্তি করা হয়। কিন্তু প্রতিবাদী মানুষের প্রতিরোধে মুখঢাকা তৃণমূলি গুণ্ডারা পালাতে বাধ্য হয়। পালাবার সময় তারা সি পি আই(এম)-এর আউশগ্রাম-২ এল.সি অফিস ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। সাইকেল ও মটর সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর প্রতিবাদ জানিয়ে আদিবাসী পাড়ার মানুষ রাস্তা অবরোধ করে। এই অবস্থায় এলাকার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে যান। এদিন সি পি আই(এম) অফিস ভাঙা ও কর্মীদের উপর মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে বিশাল মিছিল হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন স্বপন কোঙার, মঙ্গলা মার্ডি, মিহির সরেন, মাগারাম টুডু প্রমুখ।

গলসিতেও ১০০০ মানুষের মিছিল গলসি বাজার পরিক্রমা করে। মিছিলের শেষে সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সৈয়দ হোসেন ও প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক।

আসানসোল, দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, রূপনারায়ণপুর, চিত্তরঞ্জন সর্বত্রই এদিন প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়েছে।

ধর্মঘট সর্বাত্মক

—প্রথম পাতার পর

ধর্মঘটকে সফল করে। মানুষও সমর্থন জানায়। রূপনারায়ণপুরে পুলিশ ১৫৩ জন ধর্মঘট সমর্থনকারীদের গ্রেপ্তার করে। কারখানা, খনি এলাকাতে শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশ নেয়। সি.আই.টি.ইউ জেলা সাধারণ সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী এবং সভাপতি বিনয়েন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী জেলার সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী সহ সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানান।

এদিন সকালে ধর্মঘটের সমর্থনে বর্ধমান শহরে বামপন্থীদের একটি বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন অমল হালদার, আইনুল হক, তাপস সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হিটলার নির্দেশে জার্মান সেনাবাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে, শুরু হয় বিশ্বযুদ্ধ। শেষ হয় ১৯৪৫ সালের ৯ মে; ২। ১৯৪২ সালের ১ সেপ্টেম্বর, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু; ৩। ১১৯৩ সালে, ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর; ৪। ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর, ১১ জনের মন্ত্রিসভা; ৫। ১৯৫২ সালের ২ সেপ্টেম্বর; ৬। ১৯৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি ভি.ভি.গিরি; ৭। সুইজারল্যাণ্ডের এক ডাকঘরে ১৯৯৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর, ১৩৭ কোটি টাকা; ৮। ১৯৩৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর; ৯। ইউরোপ, ১৭৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, পালক; ১০। ১৮৮০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ১৯৬১ সালের ২৫ ডিসেম্বর; ১১। ভারতের রাষ্ট্রপতি তথা জাতীয় শিক্ষক সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ, জন্ম ১৮৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ১৯৭৫ সালের ১৭ এপ্রিল; ১২। ১৯৯৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মিশরের রাজধানী কায়রো (৫-১৩ সেপ্টেম্বর বৈঠক) তে ১৮০টি দেশের প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নেয়।

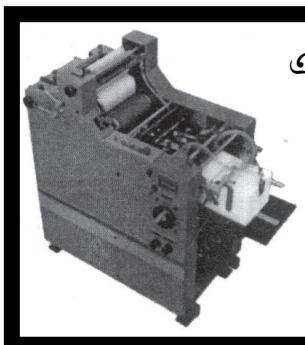

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

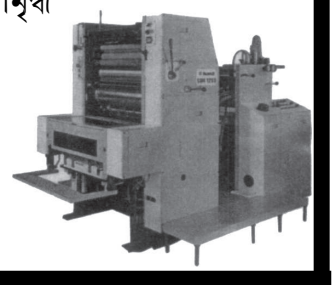

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা